প্রাচীন রোমের দাসব্যবস্থা, শ্রমের গঠন এবং রোমান অর্থনীতির ক্রমাবক্ষয়ে এর ভূমিকাঃ-

অবক্ষয়ের শতাব্দী জুড়ে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সব মিলিয়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষের স্বাধীনতা হরন এবং তাদের কেনা বেচা চলেছিল। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে প্রাচীন রোমের দাস ব্যবসার সঙ্গে সপ্তদশ শতক অবধি স্থায়ী মধ্যযুগের ভারত মহাসাগরীয় দাস বাণিজ্য এবং আদি আধুনিক যুগের আটলান্টিক দাস বানিজ্যের ব্যাপকতার দিক দিয়ে মিল খুঁজে পেয়েছেন বহু ঐতিহাসিক। দীর্ঘ সময় ধরে এতগুল মানুষের কষ্টের জীবনযাপনকে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে পরিচালনা করার অন্ধকারময় সময়কে কিভাবে বিচার করা উচিৎ তাই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্যের শেষ নেই। রোমের দাসরা সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। অধিকার ছিলনা বলে তাদের অধিকার বা স্বার্থ রক্ষার কোনো আইনও ছিল না।একজন দাসের জীবন কেমন ছিল তা জানতে সমসাময়িক কোনো দাসের নিজস্ব জবানবন্দীতে ব্যক্ত হয়েছে এমন কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্রাট অগাস্টাসের সময় রোমের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫% দাস ছিল।

রোমের দাসদের দাসত্বের জীবনে অভ্যস্ত হতে হত রীতিমত প্রশিক্ষন নিয়ে। যেকোনো কাজে মুখ বুজে কোনো রকম দাবী বা প্রতিবাদ ছাড়াই শ্রমদান করার প্রশিক্ষন।দেখা গেছে কেবল সামরিক ক্ষেত্রটি ছাড়া বাকী যেকোনো কাজে দাসেদের যুক্ত করা যেত।দাসের কোনো ব্যক্তি সত্বা স্বীকৃত ছিল না। তাঁরা ছিল বাজারী পন্য তথা হস্তান্তর যোগ্য সম্পদ। দাস চুরি, ডাকাতি করে দাস লুঠ এমন ঘটনাও ঘটতো, যদিও সেটাকে দাসের জীবন বা সম্মানের সংকট হিসেবে না ধরে দাস মালিকের সম্পত্তি বা আর্থিক ক্ষতি বিবেচনা করেই আইনী প্রতিবিধানের রীতি ছিল।

দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমায় দাসদের আইনী বিধি নিয়মের বাইরেই রাখা হত। কোনো মামলায় তারা আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বালার সুযোগ পেত না।দাস ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি নিয়ে দাসের মতামত গ্রহণ করা হত না। চুক্তির জন্য একমাত্র মালিকদের মতামত বৈধ এবং আইনানুগ ছিল। তবে একজন দাসের বিরুদ্ধে সরাসরি দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যেত না।তার ভুল কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হত তাঁর মালিককে। ২২৩ খ্রীঃ রাজা আলেকজান্ডারের একটি নির্দেশ অনুযায়ী কোনো দাস তাঁর মালিকের দ্রব্য চুরি করলে তাকে দণ্ড দেওয়া যাবে না যদি না সে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস (Freedmen) হয়। অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে নয় বরং তাঁর মালিকের বিরুদ্ধে উঠবে। দাস মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষয় ক্ষতির অভিযোগ উঠলে ক্ষতিপূরণ বাবদ দাস এর অধিকার ত্যাগ করে তাঁকে হস্তান্তরিত করতে পারতেন মালিক।একমাত্র ফৌজাদারী মালায় দাসদের সরাসরি অভিযুক্ত করে শাস্তি দেওয়া যেত।

দাসরা শুধু বেগার শ্রমই করত না, তাদের সার্কাসে যুক্ত করে বা গ্ল্যাডিয়েটরদের (শক্তিশালী দাসদের বাছাই করে যুদ্ধকৌশলে প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে গ্ল্যাডিয়েটর বা দাসযোদ্ধায় পরিণত করা হত) মল্ল যুদ্ধের মত নৃশংস ক্রীড়ায় লিপ্ত করে উচ্চবিত্তদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হত। মল্লযুদ্ধে আত্মরক্ষার খাতিরে নিরুপায় হয়ে এক দাস অন্য দাসকে হত্যা করতে বাধ্য হত।দাস ব্যবসায় মহিলা

এবং শিশুদের বেআইনি পাচার বিশালাকারে চলত। কৃতদাসীরা ছিল তার মালিকের যৌন চাহিদার পরিতৃপ্তির অবাধ মাধ্যম এবং বিনোদনের উপকরন।রেবেকা ফ্লেমিং লিখেছেন কখনও আবার তাদের গণিকাবৃত্তিতে লিপ্ত করে দাস মালিকের ভালো অর্থাগম হত। প্রভুর সন্তানদের প্রতিপালন করত তারা, এমনকি প্রয়োজনে স্তনপানও করাতো। সাধারনত গৃহস্থালীর কাজেই বহাল হত দাসীরা। তবে অনেকেই বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন কাজ যেমন সুত কাটা বা বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি করত।জমিতে শস্য কাটা, ঝারাই, সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজেও তাদের দেখা যেত। তবে প্রাচীন গ্রীসের দাসীদের ন্যায় জল বাহকের ভূমিকায় তাদের দেখা যায় নি কখনও। শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতি দাসীদের করনিক, সেক্রেটারী, বই পড়ে শোনানো ইত্যাদি সম্মানজনক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত।

কেউ পালিয়ে গেলে তাঁকে ধরে এনে ক্রুশবিদ্ধ করার রীতি ছিল।দাসের জীবন – মৃত্যু মালিকের ইচ্ছাধীন ছিল। শাসক হাড্রিয়ান এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। প্রচলিত দাস প্রথায় কিছ পরিবর্তন ঘটানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সমুহের মধ্যে অন্যতম হল কন ব্যক্তির তার দাসকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার অধিকার রদ পূর্বক সেই বিষয় বিচার বিবেচনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় ম্যাজিস্ট্রেট কে। তবে তাতে দাসদের খুব সুরাহা হয় নি কারণ ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা অটুট থাকা এই দুইটি বিষয় একে অপরের পরিপুরক ছিল।

পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রের সময়ে ম্যানুমিশন বা দাসদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়ার রীতি আসলে মুক্ত দাস ব্যবস্থা বা Open Slavery এর জন্ম দিয়েছিল বলে A Schiavone মন্তব্য করেছেন। মুক্তরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারত না। রজনীতি তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি নাগরিক হওয়ার অধিকারও তারা পেত না। তাদের অস্তিত্ব এবং কাজকর্মে রোমের সম্ভ্রান্তরা অশান্তির উৎস লক্ষ্য করে একবার শাসক নেরোর রাজত্বকালে কালে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে নেওার জন্য দাবী তুলেছিলেন সেনেটররা। তাদের একটি সম্পুর্ন পৃথক শ্রেণীরূপে চিহ্নিত করার প্রস্তাব পেশ করা হলেও মূল স্রোত তেকে বিচ্ছিন্নতা তাদের আরো উগ্র করে তুলতে পারে এই আশঙ্কায় সম্রাট সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। Freedmen রা যাতে অতিরিক্ত মাথা চারা দিতে না পারে তার জন্য সেনেটরদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে প্রভুর হত্যাকারী Freedmen এর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধি নির্দিষ্ট হয়েছিল।

প্রাচীন রোমের শাসকদের মনে দাসদের নিয়ে কোনো নৈতিকতা কাজ করেনি কখনোই। দাস বা সার্ভি ছিল হয় রাষ্ট্রের নাহলে ব্যক্তি বিশেষের সম্পদ।দাস কেনা বেচা ছিল সমসাময়িক রোমের সবথেকে লাভজনক ব্যবসা। রোমের বাহিনী প্রধানরা যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলের মানুষদের রোমের বাজারে বিক্রি করে ভাল অর্থ লাভ করলো। রাষ্ট্রের সবথেকে বেশি রাজস্ব আসতো এই ব্যবসা থেকেই। দাস ব্যবসা ছিল রোমান অর্থনীতির মুখ্য স্তম্ভ গুলির মধ্যে প্রধান। কৃষিকর্মে নিযুক্ত অধিকাংশ শ্রমিকই দাস। তাছাড়াও রোমের সুউচ্চ অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, মন্দির নির্মানের কাজে যোগদানকারী হাজার হাজার শ্রমিকের মধ্যে দাস ছাড়াও রোমের স্বাধীন, সদা ভ্রাম্যমান , কাজের সন্ধানে বাইরে থেকে আসা শ্রমিকদের উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। এরা সবাই রোমে শ্রম বাজারের

অঙ্গীভূত ছিল। এদের স্থায়ী নিয়োগ হত না এবং কাজ দেওয়ার আগেই দর কষাকষি করে প্রধানত ঠিকে হারে (Piece rate) অর্থাৎ কাজের ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারিত হত।

C Brion Champion এর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইতালীর সমস্ত শ্রমিকের ৩৫ –৪০ শতাংশ দাস ছিল। প্রাচীন রোম স্বয়ং সম্পুর্ন অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতিতে উপনীত হয়েছিল মূলত খুদ্র কৃষক তথা জমির মালিকদের জমির অধিকার থেকে অপসারিত করে সেখানে ধনী উচ্চবিত্তদের প্রতিষ্ঠা করে। Appian দেখিয়েছেন কিভাবে ১৩৪–১৩৩ খ্রীঃপূঃ নতুন সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আবাদী জমি সাম্রাজ্যের অবস্থাপন্ন ভূস্বামীদের বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় খুদ্র কৃষকদের কখনও বলপূর্বক বিতাড়িত করে অথবা সামান্য মুল্যের বিনিময়ে তাদের জমি অধিগৃহীত হয়। কৃষিজ শ্রমে নতুন জমির মালিকদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় বেশী বেশী দাস নিয়োগ করে জমি চাষ করানোর প্রথা রোমে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেখা গেল এইভাবে একেক জন ভুস্বামীর নিয়ন্ত্রনে ভুক্ত হয়েছিল একেকটি বিশালায়তন ভূখণ্ড বা ভিলা। তাদের প্রভুত্ব চলত অসংখ্য দাসের উপর। বিশ্বস্ত দাসরা অনেক সময় কৃষিকাজ তত্বাবধানের দায়িত্ব পেতো যাদের *Vilicus Viliva* বলা হত। যার অধীনে যত বেশী দাস থাকতো নাগরিক হিসেবে সে তত বেশী শক্তিশালী হত। খ্রীঃ পূঃ ৫ম থেক ১ম শতকের মধ্যে দাসের সংখ্যা দারুন রকম বৃদ্ধি পেলেও সেই সম্পর্কে কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। দুটি জিনিস প্রাচীন রোমান সমাজে প্রাচুর্যের ইঙ্গিত বহন করত প্রথমটি হল জমি এবং দ্বিতীয়টি দাস।

J Carlon এর গবেষনা থেকে জানা যায় দাসদের কখনও মূল জনসংখ্যা থেকে বিচ্ছিন করে হিসেব করা হত না কারন তাদের শ্রমেই প্রধানত রোমান অর্থনীতি দাঁড়িয়েছিল। রোমান ভিলা গুলিতে বাজারমুখী উৎপাদনের প্রবনতা বেশী ছিল। মদ, অলিভ, বিভিন্ন খাদ্যশস্য যেগুলির বিদেশের বাজারে চাহিদা ছিল সেগুলির উৎপাদন বেশী হত। *Vilicus* দের দেখরেখে রোমান প্রজাতন্ত্রের চাষ আবাদ বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল। অভিজাত দের দাস নির্ভরতা ছাড়া উৎপাদনের কাজ চালানো অসম্ভব ছিল। প্লিনির *Naturalist Historia* দাস শ্রমিক নির্ভর বাজার কেন্দ্রিক উৎপাদনের পাশাপাশি খুদ্র কৃষকদের সক্রিয়তায় শুধু জীবন যাপনের চাহিদা মাফিক শস্যের ফলন সামান্য পরিমানে হলেও বজায় ছিল। *Vilicus* পরিচালিত জমিতে মাঝে মধ্যে খুদ্র কৃষি জমির অধিকারীরাও শ্রমমুল্যের বিনিময়ে কাজ করত। স্বাধীন শ্রমিক, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস দের ভুমিকা কৃষিকাজে কোনো ভাবেই কম ছিল না বলে মনে করেছেন Varro।

রোমের Digest এ যুদ্ধবন্দীদের *Servii* অথবা দাস বলার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে সেনাপ্রধানরা হত্যা না করে পরিবর্তে তাদের বন্দী করে বিক্রি করে আদতে তাদের প্রানরক্ষা (Sarvare) করেছিল। দাসেরা সম্পত্তির সমকক্ষ কারণ শত্রুর কবল থেকে বলপূর্বক তাদের ছিনিয়ে নিয়ে অধিকার করা হত। সুতরাং দাস বলতে সেইসব মানুষদের বোঝায় যাদের অন্য যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে হত্যা করা যায়। তবে Cicero এর মতে কোনো শ্রমিককে কাজে বহালের পুর্বে

শ্রমমুল্যে চুক্তিবদ্ধ করার সময় তার কর্মদক্ষতাকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি শুধু শ্রমকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে সেটিও দাসত্বেরই রকমফের। রোমের উচ্চবিত্ত সমাজ এদেরকেও দাসের মতই পরিচালনা করতো। সর্বাধিক দাস আসতো যুদ্ধবন্দী থেকে। তাদের জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী কোনো পরিচয়েরই তোয়াক্কা করা হত না। কিন্তু কোনো কাজে কোনো বিশেষ জাতি অধিক দক্ষ হতেই পারে।সেই বিষয়কে মাথায় রেখে তাই বিক্রি করার আগে ক্রেতাকে আশ্বস্ত করতে দাস কারবারিদের জন্য দাসের জাতিগত পরিচয় দেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক ছিল রোমে।

পর পর বেশ কিছু যুদ্ধাভিযান এর ফলে রোমের বাজারে দাসের সরবরাহ প্রচুর বেড়েছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৯৭ থেকে ১৬৭ অব্দের মধ্যে ঘটে যাওয়া জদ্ধ গুলি থেকে কত যুদ্ধবন্দী দাস এসেছিল সেই পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল –

তৃতীয় সামনাইটের (Samnite) এর যুদ্ধ (২৯৭ -২৯৩ খ্রীঃ পূঃ) – ৫৮,০০০ থেকে ৭৭,০০০

প্রথম পিউনিকের যুদ্ধ (২৬৪ -২৬১ খ্রীঃ পূঃ) – ১০৭,০০০ – ১৩৩,০০০

গালিক (Gallic) এর যুদ্ধ (২২৫ – ২২২ খ্রীঃ পূঃ) – ৩২,০০০

দ্বিতীয় পিউনিকের যুদ্ধ (২১৮ -২০২ খ্রীঃ পূঃ) – ১৭২,০০০ – ১৮৬,০০০

অন্যান্য কিছু যুদ্ধ (২০১ -১৬৮ খ্রীঃ পূঃ) – ১৫৩,০০০

এপিরাসের পতন (১৬৭ খ্রীঃ পূঃ) – ১৫০,০০০

সর্বমোট – ৬৭২,০০০ – ৭৩১,০০০

দাসের যোগানে ভারসাম্য রাখতে যুদ্ধবন্দী দাসদের বংশবৃদ্ধি তে আপত্তি ছিল না রোমান শাসকদের। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগেভাগে ভাল মানের দাস কেনার লোভে কখনও কখনও ব্যাবসায়ীরা রোমান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেত। রোমে শুধু উচ্চবিত্তদের মধ্যেই দাস রাখার অভ্যাস সীমাবদ্ধ ছিল না। মধ্যবিত্ত জারা উচ্চবিত্তদের থেকে সংখ্যায় বেশীও ছিল, তারাও দাস রাখত। লুট করে আনা দাসের ক্রয় – বিক্রয়ও বৈধ ছিল রোমে।

প্রাচীন রোমের ইতিহাসে একাধিক দাস বিদ্রোহ ঘটেছিল।সর্ব বৃহৎ দাস বিদ্রোহ দুটি ঘটেছিল রোমের প্রজাতান্ত্রিক শাসনামলে – সিসিলিতে এন্নাসের বিদ্রোহ (১৩৫-১৩২ খ্রীঃ পূঃ) এবং ইটালীতে স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ (৭৩-৭১ খ্রীঃ পূঃ)। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ আজও ইতিহাসের পাতায় সর্বহারাদের প্রতিবাদের এক বিরল নজির হিসেবে আলোচিত হয়। স্পার্টাকাস গ্ল্যাডিয়েটর ছিল। রোমান পাশবিকতার যন্ত্রনা সর্বাধিক ভোগ করত এই গ্ল্যাডিয়েটররা। মল্ল যুদ্ধে বহু সৈনিককে হত্যা করে স্পার্টাকাস সুনাম করলেও এই পাশবিক হত্যা যুদ্ধ তার নৈতিকতাকে রক্তাক্ত করতো। তার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি জানতেন রোমান স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কোনো লাভ হবে না। তবুও তিনি আশাহত হননি। সহযোদ্ধাদের জোটবদ্ধ করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত

হলেন।একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রশিক্ষকদের ঝামেলা বাঁধলে সেই সুযোগে স্পার্টাকাস প্রায় ৭৮ জন গ্ল্যাডিয়েটরকে ঐক্যবদ্ধ করে পরিকল্পিত ভাবে প্রশিক্ষকদের উপর আক্রমণ হেলে বসেন। প্রশিক্ষন কেন্দ্রের বিভিন্ন অবকাঠামো ধ্বংস করে স্পার্টাকাস তার দল্বল নিয়ে ভিসুভিয়াসের দিকে পালিয়ে যায়। দার্শনিক প্লুটার্ক বলেছেন অস্ত্রের অভাব মেতাতে স্পার্তাকাসরা রান্নাঘরের লোহার তৈরী বিভিন্ন সরঞ্জাম বছে নিয়েছিল। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পথে অস্ত্র বোঝাই একটি গাড়ী ছখে পরলে সেটিও লুঠ করেছিলেন স্পার্টাকাস।

ভিসুভিয়াসের পাদদেশে দাসদের সামরিক প্রশিক্ষন ছলতে থাকে। ততদিনে রোমের সর্বত্র স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পরেছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে দাসেরা গোপনে পালিয়ে এসে স্পার্টাকাসের দলে যোগ দেয়। বেশ খানিকটা সময়ের পর স্পার্টাকাসের পালানোর কথা রোমের সেনেটদের কানে পৌঁছায়। তবে ক্ষমতার গরিমায় অন্ধ সেনেটেরা স্পার্টাকাসকে প্রতিপক্ষ মানতে নারাজ ছিলেন। অইদিকে স্পার্টাকাসের বাহিনী ধীরে ধীরে রোমান রাজশক্তির বাহিনীর সমতুল্য হয়ে উঠল। এইসময় রোমানরা পর পর দুটি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় রোমে অবস্থানরত সেনার সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু সেনেটের ধারনা ছিল রোমের সাধারন যোদ্ধারাই স্পার্টাকাসকে থামিয়ে দিতে পারবে। গাইয়াস ক্লডিয়াস গ্লেবারের নেতৃত্বে বৃদ্ধ এবং অপ্রশিক্ষিত সৈন্যের একটি দল পাঠানো হয়।খেপে খেপে আক্রমণ হেনে গ্লেবারের বাহিনী স্পার্টাকাসদের কোণঠাসা করতে থাকে। রোমান বাহিনী দাসদের চারদিক থেকে ঘিরে আক্রমন করছিল। স্পার্টাকাস যুদ্ধের নিয়ম ভেঙ্গে রাতের বেলা অতর্কিতে আক্রমণ করে রোমান বাহিনীকে ভেঙ্গে দেন। গ্লেবার কিছু সৈন্য নিয়ে পালিয়ে প্রানে বাঁচে। স্পার্টাকাসের শক্তি এবং পরাক্রমের কথা গ্লেবারের মুখ থেকে শুনেও সেনেটররা বিশ্বাস করতে পারেন নি । উল্টে গ্লেবার বিস্বাসঘাতক চিহ্নিত হয়েছিল।

এরপর স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধ সমরে সেনাধ্যক্ষ পাবলিয়াস ভ্যারিনিয়াসকে পাঠানো হয়। এবারে স্পার্টাকাস পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিলেন। খুব সহজেই সে এবং তার বাহিনী ভ্যারিনিয়াস্কে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে।ক্রমে স্পার্টাকাস বেশ কিছু রোমান অধ্যুসিত অঞ্চল যেমন নোরা, নুসেরিয়া, থুরি, মেটাপন্টিয়াম প্রভৃতি আক্রমণ করে সেনেটরদের বাসস্থান ধূলিসাৎ করে দেন। এইসময় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং রাখালরা স্পার্টাকাসের দলে যোগ দেন। স্পার্টাকাস অশ্বারোহী বাহিনী গঠনে সফল হন।৭২ খ্রীঃ পূঃ শেষে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ছিল প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য।

রোমানরা স্পার্টাকাসের শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হেছিলেন। এবার আরা বাছা বাছা সুদক্ষ পায় ২০,০০০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নির্মান করল স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে। বাহিনীকে দ্বিখন্ডিত করে কন্সাল লুসিয়াস গেলিয়াস পাবলিকোলা এবং নেলাস কর্নেলিয়াস ক্লডিয়ানাসের নেতৃত্বে ভিসুভিয়াসের উদ্দেশ্যা প্রেরন করা হয়। স্পার্টাকাস তখন সহ-অধিনায়ক ক্রিক্সাসের সঙ্গে আল্পস পর্বতমালার দিকে এগোচ্ছিলেন। প্লুটার্ক দেখেছেন স্পার্টাকাস বিদ্রোহী নেতা রূপে চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্যতা লাভ করলেও তিনি কখনোই অতি হঠকারিতা করে আত্মনিয়ন্ত্রন হারাননি। তাঁর নেতৃত্বে গ্ল্যাডিয়েটর এবং আল্পস পর্বতের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক যেমন দৃঢ়তা পেয়েছিল তাতে বিদ্রোহ সফল হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ

ছিল। কিন্তু তাঁর আল্পসের দিকে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের এবং বাকী বিদ্রোহীদের নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরার পরিকল্পনা সুনিশ্চিত করা, রোমের বিরুদ্ধে নতুন আঘাত পরিকল্পনা করা নয়। আল্পস থেকে বিদ্রোহী দাসেরা গল, জার্মানী বা থ্রেস প্রভৃতি ভূখণ্ড গুলিতে যাদের আদিভুমি তাদের ফেরা সহজ হত।আল্পস যাওয়ার পথে কন্সাল গেলিয়াসের বাহিনী তাদের ঘিরে ধরে। যুদ্ধে ক্রিক্সাস মারা যান। এই পরিনতি দেখে ঘাবড়ে গিয়এছিলেন স্পার্টাকাস। পিছু হটার চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। এগোনোও সহজ ছিল না কারণ সামনে লুসিয়াসের বাহিনী ছিল। কিন্তু তাতেও স্পার্টাকাস হতোদ্যম হলেন না। তিনি সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তার নির্দেশে থ্রেসীয় দাসদের অশ্বারোহী বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরিনামে রোমান বাহিনী মুখ থুবড়ে পরে। প্লুটার্কের বিবরণী অনুযায়ী স্পার্টাকাস হেরে যাওয়া রোমান সেনাদের রসদ লুঠ করেছিল।

স্পার্টাকাসের নেতৃত্ববিষয়ে তার সহযোদ্ধারা নিঃসংশয় হলেও তার আল্পস থেকে নতুন স্থানে গিয়ে নউন জীবন শুরু করার পরিকল্পনার সঙ্গে অনেকেই সহমত হতে পারেননি। ফলস্বরুপ, স্পার্টাকাস বাহিনীর জার্মানরা নেতার বিপরীতে গিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিস্বাসের জেরে রোমের দিকে অগ্রসর হয় আক্রমনে উদ্দেশ্যে। মূল বাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং রোমান কন্সাল গেলিয়াসের বাহিনী তাদের ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। এরপর পুরো বাহিনী গতিপথ পরিবর্তন করে পুনরায় রোমে ফেরত আসে।স্পার্টাকাসের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সাফল্যের যাবতীয় সম্ভাবনার অবসান ঘটিয়েছিল।দাসদের রোম প্রত্যবর্তনের কারণ সুনিশ্চিত জানা যায় না। অধ্যাপক বেরি স্ট্রাউসের মতে, অনেকগুলো সম্ভাব্য কারনের অদ্যে সবথকে গ্রহনযোগ্য কারণ হল স্পার্টার দাস সেনারা গল যেতে রাজী ছিলেন না। অনেকের ধারনা দাসদের প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারনে তারা পশ্চাদাপসারন করতে চায় নি। এমনকি রোমে ফিরে আসার সময় তারা কয়েকটি প্রদেশও জয় করেছিল।

স্পার্টাকাস পুরো বাহিনী নিয়ে মেসিনা প্রনালীতে ঘাঁটি গাড়লেন। সেখান থেকে তিনি সিসিলি পারি দিয়ে সেখানে দাসদের নতুন মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি। এর অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজ বা তা চালানোর প্রশিক্ষন তার বাহিনীর ছিল না। তিনি সুকৌশলে সিসিলির জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ করলেন। লুঠ করা সম্পদের বিনিময়ে তাদের থেকে ইছু জাহাজ এবং নাবিক কিনে নিলেন। কিন্তু পরে জলদস্যুদের বিস্বাসঘাতকতায় স্পারটাকাসের বাহিনী রোমান ভুখন্ডে আটকা পরে যায়। সিসিলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় যুদ্ধ ছাড়া ার কোনো গতি ছিল না। স্পার্টাকাসও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরেন। অপর দিকে রোমান বাহিনীর নব দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ লিসিনিয়াস ক্রেসাস মনে প্রাণে স্পার্টাকাসকে ঘৃণা করতেন কারণ স্পার্টাকাসের হাতে তার দুইজন লিজিয়ন হেরে গিয়েছিল।প্রতিশোধ নিতে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। স্পার্টাকাস আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি শান্তি চুক্তিরপ্রাস্তাব দিলেন কিন্ত ক্রেসাস রাজী হননি।

ক্রেসাসের আগ্রাসনে দাস সৈন্যরা দুর্বল হয়ে পরে। স্পার্টাক্স পালাতে পারলেও তিনি তা করেননি। ক্রেসাসের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। খ্রীঃ পূ ৭১ অব্দে প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি ক্রেসাসকে আক্রমণ করে বসেন।কিন্তু দাসরা সফল হল না। লিজিয়নদের আক্রমণে স্পার্টাকাস

দিশেহারা হয়ে পরেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার বাহিনী হার স্বীকার করে নেয়। স্পার্টাকাসও প্রান হারান।তবে ইতিহাসে তিনি ব্যর্থ সেনানায়ক হিসেবে পরিচিত নন কোনোদিন। সর্বহারাদের স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন সম্ভবত তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন।

সামান্য অবস্থাপন্ন হলেই দাস রাখার শৌখিনতা থেকে কোনো রোমান পিছুপা হত না। অতি দাস নির্ভরতার দরুন খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে প্রায় সবরকম কাজেই তাদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। ফসল উৎপাদন থেকে উৎপাদন পরিচালনা সবকিছুই তাদের দক্ষতার উপর টিকেছিল। শাসকদের জোর জুলুমে জমি থেকে উতখাত হওয়া দরিদ্র কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে নগরে এসে ভিড় করতে লাগল। তারা নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কল-কারখানা, খনিতে কাজ করত। ধনী পরিবার গুলিতে বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজের জন্য শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে অগুনতি দাস রাখা হত। রোমান প্রজাতন্ত্রের (৫০৯ -৩০ খ্রীঃ পূঃ) শেষ এবং চার –পুরুষ শাসিত ইম্পিরিয়াল রোমের (৩০ খ্রীঃ পূঃ – ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) শুরুর দিকে দেখা যায় বিলাসপ্রিয় রোমান সমাজ সর্বাংশে দাস নির্ভর।নগরের জল সরবরাহ ঠিক রাখা থেকে জরুরী সময়ে পুলিশ ও দমকলের সহায়তা করাও তাদের কর্তব্যে যুক্ত হয়। শুধু কৃষিজ উৎপাদন সামাল দিয়ে নয় , সোনা – রুপা উত্তোলন করে তারা রাষ্ট্রের কোষাগার ভরিয়েছিল।ইম্পিরিয়াল রোমের শেষ কালে রাষ্ট্র যন্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ বা দায়িত্ব তাদের উপর চাপানো হয়েছিল।নতুন নতুন অঞ্চল জয়ের ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করত দাসের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারন স্তব্ধ হতেই দাসের সরবরাহ কমে যায়। শ্রমিকের ঘাটতি জনিত কারনে বিশেষত উৎপাদনী ক্ষেত্র গুলি সংকটের মুখে পরে। আর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। তার উপর গৃহযুদ্ধ, বহিশত্রুর আক্রমণ, অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে রোমের কোষাগারে দারুন প্রভাব পরে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে চরম আঘাত আসে যখন ভ্যান্ডালরা উত্তর আফ্রিকায় তাদের দাবী কায়েম করতে চায়। তাদের দস্যুবৃত্তিতে রোমের ভুমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য তছ নছ হয়ে যায়।ইউরোপের উপর রোমের নিয়ন্ত্রন ক্রমে শিথিল হতে থাকে।